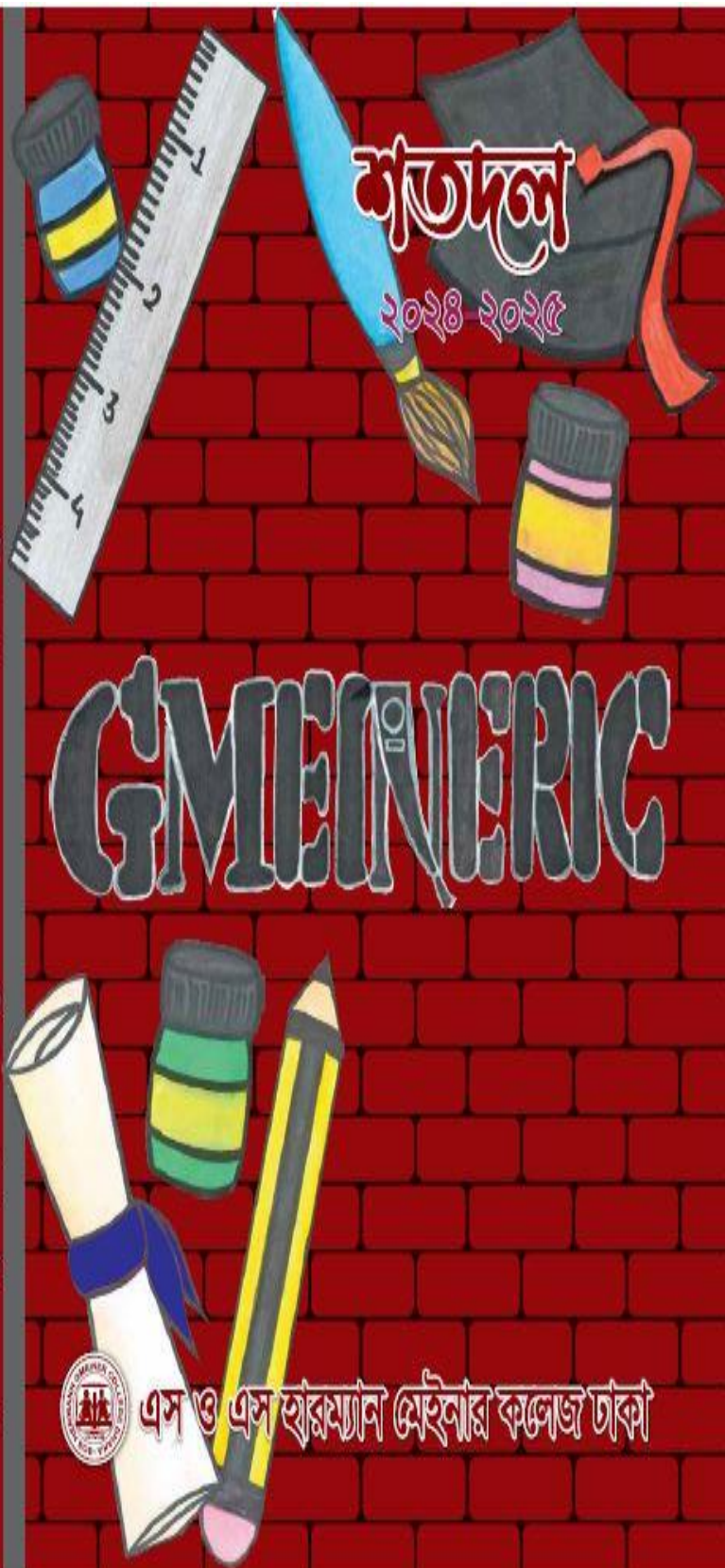


Printed at:  www.maharaja.org

ସମ୍ପାଦକ

ସାହିତ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ

ଓଡ଼ିଶା ଏମ୍ ଏସ୍ ଶିକ୍ଷାମାନ ଚୈତନ୍ୟ କଲେଜ ଡାକା



আমাদের কথা

আলহামুদিল্লাহ।

সৃষ্টিশীলতার অপূরণ প্রতিভামুখর “শতদল” আবারও ফুটে উঠেছে আমাদের মাঝে। মহান আত্মাহর অশেষ রহমতে এবারও এই প্রকাশনা হয়ে উঠেছে আমাদের কলেজের সৃষ্টিশীল মেধাবীদের প্রতিভার আধার। “শতদল”-এর শতায় শতায় জড়িয়ে আছে আমাদের কোমলমতি স্বপ্নবিলাসী ফুনে লেখক, কবি ও শিল্পীদের স্বপ্নের সুবাস। এই প্রকাশনা আমাদের সৃজনশীলতার উৎসব, যেখানে অংশগ্রহণ করে প্রতিটি শিক্ষার্থীই জয় করে নেয় নিজের একেকটি সম্ভাবনা।

একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বার্ষিকী কেবল একটি প্রকাশনা নয়—এটি তার সাংস্কৃতিক চেতনা ও শিক্ষার্থীদের মননশীলতার জীবন্ত দর্পণ। “শতদল” সেই দর্পণেই প্রতিবিম্বিত করে আমাদের শিক্ষার্থীদের সাহিত্যিক ও শৈল্পিক জীবনকে। এখানে কলমের সৃজনশীলতার, শব্দের মারাজালে আর রঙ-ছবির আঁচড়ে বিকশিত হয়ে ওঠে তাদের অনবদ্য প্রতিভা। আজ যাত্রা কলেজের মেধাবী ছাত্রছাত্রী, আগামী দিনে তারাই হয়তো দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির ধারক হয়ে উঠবেন। এ কথা বলতে বিধা নেই যে, এই তরুণরাই আমাদের ভবিষ্যতের রবীন্দ্র-নজরুলের আসন পূরণ করবে।

আজকের এই যান্ত্রিক যুগে প্রযুক্তির দাপটে মানুষ ক্রমশ যন্ত্রনাবশ হয়ে পড়ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমাদের চিন্তা-চেতনার গতিপথ বদলে দিচ্ছে, কিন্তু মানবিক আবেগ ও সৃজনশীলতার জয়যাত্রা থেমে নেই। এই নিশ্চাশ যন্ত্রবাবস্থাপনা থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হলো শিল্প-সাহিত্যের সান্নিধ্য। “শতদল” সেই পথেই হাঁটে।

আমরা গর্বিত যে, “শতদল” আবারও তার রূপ-রস-গন্ধে সিক্ত করছে আমাদের পাঠকছন্দর। সকল লেখক, শিল্পী ও পাঠকদের আন্তরিক ধন্যবাদ। আগামী দিনেও এই যাত্রা অব্যাহত থাকুক, এই কামনা।

সম্পাদনা পরিষদ



শেহেনা সিক্তিয়ে (খান সিক্ত থেকে) : তমাল বিশ্বাস, ইসরাত জাহান উপমা, হসিনা খানম, নিলকবা আক্তার, শিষ্টা খানিজা ফারহানা, কাজী নিলোজা শেহান এবং মোঃ আবদুল্লাহ আল মাহুদ।

সামনে বসে (খান সিক্ত থেকে) : নেহেলী রুমানা, মোঃ গোলাম মাকসুদ (উপাধ্যাক), রুফিয়া আশেতার (অধ্যাক), নাজনীন মুলতান এবং সায়মা নওবীন।